আরামবাগে নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ নিখোঁজ এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল হুগলির আরামবাগ থানার পুলিশ। সোমবার রাতে আরামবাগের মায়াপুর এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, ওই নাবালিকার বাড়ি আরামবাগের গৌরহাটীতে। জানা গেছে, সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। কিন্তু ইদানীং পড়াশোনায় মন না থাকায় মা বকাবকি করেছিলেন। তাই রবিবার সকালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। বিকাল হয়ে গেলেও সে বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের লোক বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেও তাকে পায়নি। এরপরই পরিবারের লোক আরামবাগ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এরপরে এদিন মায়াপুর থেকে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সে তার মাসিবাড়িতে চলে গিয়েছিল।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা মাঝি (২৬)। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পুরশুড়ার সোদপুর এলাকায়। তাঁর স্বামী ছাড়াও একটি ছেলে আছে। সোমবার সকালে যখন বাড়িতে কেউ ছিল না তখন তিনি বিষ পান করেন। মাঠ থেকে ফিরে স্বামী তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর তাঁকে প্রথমে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন মঙ্গলবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাইক থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বাইকের পিছন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম মায়া লাহা (৬৫)। বাড়ি বর্ধমানের রায়না থানার মোগলমারী গ্রামে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে এই বৃদ্ধা শারীরিক অসুস্থতার জন্য আরামবাগে চিকিৎসা করাতে আসছিলেন। একজনের বাইকের পিছনে বসেছিলেন। কিন্তু অসাবধানতাবশত আরামবাগ দৌলতপুর এলাকায় বাইক থেকে পড়ে যান। স্থানীয় লোক তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা চলাকালীন ওই দিন রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ছাত্রাবাসে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির চন্দননগরে একটি বেসরকারি কলেজেরই ছাত্রাবাসে আত্মঘাতী হল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত মানকুণ্ডু স্টেশন রোড এলাকায় সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশন নামে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবাসে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আত্মঘাতী হওয়া ছাত্রের নাম স্বপ্ননীল রবিকুমার (২৪)। তার বাড়ি বিহারের ভাগলপুরে। স্বপ্ননীলের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে তার সহপাঠীদের দাবি, সোমবার বিকালে তারা যখন বাইরে যায় তখন সে ছাত্রাবাসের ঘরে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। সন্ধ্যেবেলা ছাত্রাবাসে ফিরে তারা বিষয়টি দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানায়। এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষের থেকে খবর পেয়ে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ এসে ছাত্রাবাস থেকে স্বপ্ননীলের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। এরপর পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে তার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে তার পরিবারে লোকেরা এখানে আসেন। এদিন তাঁরা পুলিশের সাথে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে যান স্বপ্ননীলের মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য। অন্যদিকে এবিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে রেজিস্টার শঙ্কর গুহঠাকুরতা বলেন, পড়াশুনার চাপ বা কলেজের কোনও চাপের জন্য এই ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনার পিছনে কোনও ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে বলেই তাঁদের কাছে খবর রয়েছে বলে জানানোর পাশাপাশি ছাত্রের বাড়ির লোক এলেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলেও তিনি জানান। মৃত ছাত্রের কাছ থেকে বা ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া না গেলেও তার বন্ধুদের দাবি, ব্যক্তিগত কোনও সমস্যার কারনেই সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এদিন শঙ্করবাবু বলেন, এর আগেও স্বপ্ননীল একবার আত্মহননের চেষ্টা করলেও সেবার বেঁচে যায়। এমনকি দীর্ঘদিন কলেজ হোস্টেলে থাকা এই ছাত্র সম্পর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনও অভিযোগ নেই বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি তাঁর দাবি, কেউ যদি ব্যক্তিগত কোনও কারণে আত্মহননের পথ বেছে নেয় তাহলে তার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ বা অন্য কেউ কোনওভাবেই দায়ী হতে পারে না। তবে পুলিশ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ বা স্বপ্ননীলের সহপাঠীদের প্রাথমিক অনুমান, মানসিক অবসাদ থেকেই সে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

ভদ্রকালীতে জমি নিয়ে বিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ হুগলির উত্তরপাড়া ভদ্রকালীর এলাকায় চন্দ্রকান্ত পাল ও রুনু সরকারের জমি জোর করে দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। চন্দ্রকান্তবাবু বি এল আর ও অফিসের প্রাক্তন কর্মী। তিনি প্রতিবন্ধী। তাঁর বোন রুনু সরকার। তাঁরা জানান, পারিবারিক সম্পত্তির ভাগে যে জমি পেয়েছিলেন তা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। সেই পাঁচিল ভেঙে জোর করে তাদের জমি দখলের অভিযোগ ভদ্রকালী কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির বিরুদ্ধে। চন্দ্রকান্তবাবুদের জমির পাশেই সোসাইটির জমি রয়েছে। সেই জমি প্রমোটিং করার জন্য দেয় সোসাইটি। এরপর জমির পাঁচিল ভেঙে টিনের বেড়া দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি তাঁকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় থানায় ও পুরসভায় অভিযোগ জানিয়েছেন চন্দ্রকান্তবাবু। সোসাইটির দাবি, অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওখানে যা জমি আছে সবটাই সোসাইটির। চন্দ্রকান্তবাবুরাই জোর করে দখল করে রেখেছেন। এমনই পাল্টা অভিযোগ জানিয়েছেন হাউসিং সোসাইটির সম্পাদক।

পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনে তৃণমূল জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যে দিয়ে সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হল। হুগলির তারকেশ্বর বিডিও অফিস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন ২৭৩জন। ভারতীয় জনতা পার্টিরপক্ষ থেকে জমা দিয়েছেন ৪৪জন। সিপিআই(এম) এর পক্ষ থেকে জমা দিয়েছেন ১৮জন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন ২জন। নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৫৭জন। পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৫৪জন, ভারতীয় জনতা পার্টির ১২জন, সিপিআইএম ১৩ জন, নির্দল প্রার্থী ১২ জন। তারকেশ্বর ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয়লাভ করেছে।

তারকেশ্বর ওলাইচণ্ডী বুড়িমার পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মহাসমারোহে শুরু হল ওলাইচণ্ডী বুড়িমার পুজো। এই পুজো ঘিরে হুগলির তারকেশ্বরে জয়কৃষ্ণবাজার এলাকায় অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। স্থানীয় বাসিন্দার জানান, ৮১বছর আগে এখানে এই পুজোর শুরু হয়েছে। এখনও সেই ঐতিহ্য বহন করেই পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পুজোয় বলি প্রথা চালু আছে।

সংস্কার হয়নি নদীর বাঁধ, আতঙ্কে অরুণ্ডার বাসিন্দারা

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

সামনেই বর্ষাকাল। হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে গতবছর যে ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি হয়েছিল আরামবাগ মহকুমাবাসী স্মরণে থাকবে। অনেক মানুষ ঘরছাড়া ছিলেন কারণ বন্যায় তাঁদের ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছিল। এমনকি গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পর্যন্ত মারা গিয়েছিল। মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে সবাই তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। এই মহকুমায় সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা কবলিত এলাকা হল খানাকুল। এই এলাকায় বছরের বেশির সময় জল জমে থাকে। কারণ মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর নদ ঘেরা এই এলাকা। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু শাখা খাল। গত বছর বন্যার সময় জনপ্রতিনিধিরা বলে গিয়েছিলেন সেচ দপ্তর থেকে বাঁধগুলি সংস্কার করা হবে। কিন্তু বেশ কয়েকমাস কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু কাজ হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এমন একটি জায়গা হল হুগলির খানাকুল ১নং ব্লকের অরুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাবিলপুর। যদিও এটি পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত। এই এলাকারই বাসিন্দা শ্রী রাম সিং বলেন, মুণ্ডেশ্বরী নদী বন্যার সময় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আমরা বর্ষাকালে ভীতসন্ত্রস্ত থাকি। এই এলাকায় প্রায় ২৫০টি পরিবার বসবাস করে। গতবছর মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল বাঁধের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিল। তাই আমরা সকলে গবাদি পশু, হাঁস, মুরগিকে নিয়ে উঁচু জায়গায় বসবাস করছিলাম। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাড়িঘর, ফসল নদীর জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই বাঁধ মেরামত করা হয়নি। বহু বছর আগে এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। তারপর থেকে কোনও সংস্কার হয়নি। এই এলাকায় প্রায় ১৪০০ মিটার বাঁধ সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ২০০ মিটার এলাকা শুধু শালকাঠ দিয়ে বাঁধা হয়েছে। বন্যার সময় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সে সবের জন্য অনুদানও জোটেনি। এলাকার বাসিন্দা ছায়া সিং বলেন, বন্যার সময় বাঁধের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমরা নিজেরাই বাঁধের উপর মাটি ফেলেছি। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আবার সামনেই বর্ষা। তাই খুব চিন্তায় আছি। এবার আবার বন্যা হলে সব বাড়িঘরই না ভেসে যায় এই আতঙ্কে আছি। প্রভাস সিং নামে এক বাসিন্দা বলেন, ইন্দিরা আবাসনের বাড়ি করতেও ভয় লাগছে। কারণ বন্যা হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু কোনও উপায় নেই। ব্লক অফিস থেকে চাপ আছে। করতেই হবে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বন্যার সময় অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। তাই তাঁদের দাবি, বর্ষার আগে নদীবাঁধ ঢালাই বা বোল্ডার দিয়ে সংস্কার করা হলে খুব ভালো হয়। যদিও বা একবার কাজ শুরু হয়েছিল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এতগুলি মানুষের ভবিষ্যত অন্ধকারে ডুবে গেছে।

কোন্নগরে সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে বোমাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ হুগলির কোন্নগরের কানাইপুরে সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ওই পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রার্থী চণ্ডীচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে বোমা মারা হয়। সিপিএমের আর এক প্রার্থী শুভ্রা চ্যাটার্জীর বাড়ির সামনে বোমা ফাটানো হয়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ। এই ঘটনায় শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত বলে অভিযোগ সিপিএমের। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

জলে ডুবে মৃত শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ অসতর্কতাবশত জলে ডুবে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের রাজহাটী ভীমতলা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই শিশুর নাম সেখ মিনাজুল ইসলাম। তার বাড়ি ওই এলাকাতেই।

জানা গেছে, এদিন সকালে বাড়ির সামনে খেলছিল মিনাজুল। এই সময় অসতর্কতাবশত বাড়ির পাশে একটি পুকুরে পড়ে যায় সে। কিছুক্ষণ পর বাড়ির লোকজন তার মৃতদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলের বাইর থেকে ইভটিজিং-এর অভিযোগে পুলিশ তিন যুবককে গ্রেফতার করল। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের ডিহিবাগনান কে বি রায় হাইস্কুলে। জানা গেছে, এদিন পরীক্ষা দিচ্ছিল দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। তখন তিন যুবক তাকে বাইরে থেকে উত্তপ্ত করছিল। বিষয়টি জানতে পেরে স্কুল কর্তৃপক্ষ তিন যুবককে আটকে রাখে। অভিভাবকরা ওই যুবকদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

স্বস্তিদীপার ইংল্যান্ড পাড়িতে অনুপ্রাণিত খুদেরা

জীবন মণ্ডল, তারকেশ্বর ঃ খেলার মাঠে বিশ্বের দরবারে ভারতকে তুলে ধরার লক্ষ্যে টাটা টি-এর উদ্যোগে 'চ্যাম্পিয়ান্স অফ টুমরো' নামে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়েছে ইংল্যান্ডে। ধনিয়াখালির রাজীপুর কানানদীর বাসিন্দা, মহরমপুর মতিলাল বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্রী স্বস্তিদীপা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সুযোগ পেয়ে পাড়ি দিল ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দারিদ্রের সাথে লড়াই করে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিল স্বস্তিদীপা কর্মকার। ইংল্যান্ডের লবরো ইউনিভার্সিটিতে ভারতের অনুর্দ্ধ ১৬ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের মধ্যে ১২জন ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণের জন্য গেছে।

দেশের ১২জন বাছাই করা অনুর্দ্ধ ১৬ বালক-বালিকাদের মধ্যে স্বস্তিদীপা সুযোগ পাওয়ায় খুশি ক্রীড়ামহল। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত তার বাবা গুরুপদ কর্মকারের দারিদ্রের সাথে লড়াই করে গ্রামের মেয়ের লন্ডনে প্রশিক্ষণের জন্য পাড়ি দেওয়া উৎসাহ জুগিয়েছে অন্যান্য খুদে খেলোয়াড়দের। তারকেশ্বর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ২০১২ সাল থেকে প্রশিক্ষক শিবপ্রসাদ ধাড়া ও অনুপ দাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে। ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে তাকে উৎসাহ দিতে তারকেশ্বর স্কুল মাঠে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা সভায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে শুরু করে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

হতাশ জীবনে আশার আলো.............
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস

সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
[redacted] মদ, গাঁজা, ড্রাগস্, সিগারেট ও হেরোইন, গুটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
☆রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা ময়দানের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা
আরামবাগ গৌরহাটী মোড়
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্নয়ন করা হয়েছে ঃ আনন্দ বেজ

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে মানুষকে উন্নয়নের কাজে সামিল করতে শুরু করা হয়েছিল ত্রিস্তর পঞ্চায়েতিরাজ। আজ আমরা হাজির হয়েছি হুগলির গোঘাটের বদনগঞ্জ-ফুলুই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে। উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, দক্ষিনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, পূর্বে বদনগঞ্জ-ফুলুই ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমে পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা। এই পঞ্চায়েত এলাকায় মূলত তাঁতি সম্প্রদায় ও চাষী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক আয়তন ১৪৭৫.৯৪ হেক্টর। ২০১১ এর জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা মোট ১৬২১৬ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৮৩৯৪ জন, মহিলা ৭৮২২ জন। তপসিলি জাতির মানুষের সংখ্যা মোট ৭৪৫৩ জন, তপসিলি উপজাতির সংখ্যা ৩৮৩১জন। মোট গ্রামের সংখ্যা ২১টি, গ্রাম সংসদ আছে মোট ১২টি। উল্লেখ্য বদনগঞ্জ-ফুলুই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় কোকন্দে

আনন্দ বেজ

অবস্থিত। স্থানীয় বাসিন্দা শোভা দাস জানালেন, আমার ৮২ বছরের মধ্যে অনেক সরকার এলো গেলো। মানুষের কথা শোনা ও বলা যেতো না, কিন্তু এই মা মাটি মানুষের সরকার আমাদের কথা শোনে। তাই কথা বলার অধিকার পেয়েছি। রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল, শিক্ষার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আগে পুকুরের জলকে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতাম। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃত্তির সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। রাধাগোবিন্দ বৈরাগী বলেন, আমাদের ঠাকুরদাদার আমল থেকে তাঁতের সাথে যুক্ত। এটাই আমাদের জীবিকা। আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করার জন্য দিদিকে আমরা প্রণাম জানাই। দিদি পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের জীবনের প্রতিটি সময় পাশে থেকে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের মান পরিবর্তন করেছেন। এমনকি তাঁত বোনার জন্য যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন। এই গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭টি, উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১টি, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ২টি, এম এস কে ১টি, আই সি ডি এস ২৩টি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৩টি, চাষী ভাইদের জন্য সজলধারা আছে ২টি, মানুষের পানীয় জলের জন্য ৩টি পিএইচই ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি সংসদের ১৩০ পরিবারের জলের জন্য ১৬০টি টিউবওয়েল ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ বর্ষে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে ২৫জন মানুষ এই সুযোগ পেয়েছেন। ২০১৬-১৭ সালে গীতাঞ্জলি প্রকল্পে ১০জন ব্যক্তি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। এই গ্রামে শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে ২২৪২ টি পরিবারে। ৩৬টি মাটির রাস্তাকে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তায় পরিণত করা হয়েছে। বোল্ডার মোরাম রাস্তা তৈরি হয়েছে ৪৮টি। স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে মোড়ে মোড়ে, শ্মশান চুল্লি, শেড বৈতরণী করা হয়েছে ১টি। ২০১৬-১৭ সালে ২৮ জন মানুষ বিধবাভাতার সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন।

২০১৭-১৮ সালে এই পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ১০৯টি। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট ২নং ব্লকের বদনগঞ্জ-ফুলুই ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আনন্দ বেজ ও উপপ্রধান মিনতী ধাউড়ে বলেন, সরকারে যতগুলি প্রকল্প আছে তা মানুষের কাজে পৌঁছে দেবার জন্য চেষ্টা করেছি, মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবা করে গেছি। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করার ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি মাধ্যমে কন্যাশ্রী, যুবশ্রীর মতো প্রকল্পের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। মানুষ যদি আবার কাজ করার সুযোগ করে দেয় তাহলে মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবা করে যাবো।

বদনগঞ্জ-ফুলুই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/ মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।